বিবর্তন
BIBARTAN
A Bengali News Fortnightly
20th year 4th ISSUE
1st Jun, 2019

আগড়পাড়ায় শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ীর আবির্ভাব তিথি উৎসব ও প্রদর্শনী

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২১ ও ২২ মে (বাং ৬ ও ৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬), শ্রীশ্রী আনন্দময়ী মায়ের আবির্ভাব তিথি আগড়পাড়ার শ্রীশ্রী আনন্দময়ী আশ্রমে বহু ভক্তসমাগমে ও ভাবগম্ভীর পরিবেশে পালিত হল। এই উপলক্ষে ২১ মে সারারাত শ্রীশ্রী মায়ের বিশেষ পূজা—আরতি, কুমারী পূজা, হোম ও ভক্তি সঙ্গীত এবং ২২ মে শ্রীশ্রী মায়ের বিশেষ পূজা, আরতি, সৎসঙ্গ, সাধু ভান্ডারার আয়োজন করা হয়। এছাড়াও এই উৎসব উপলক্ষে বহু দূরদূরান্ত থেকে আগত সাধু, ভক্ত ও দর্শনার্থীদের কাছে আশ্রম কর্তৃপক্ষ ঐতিহ্যময় পানিহাটির এক চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করেন।

বহু মহাপুরুষের পদধূলি ধন্য এই এলাকার বেশ কিছু ধর্মীয় ও ঐতিহ্যময় স্থানের বিবরণ ছবির সাহায্যে প্রদর্শিত হয়। পানিহাটির গঙ্গা সংলগ্ন মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্যদেব ও শ্রী নিত্যানন্দের পাদস্পর্শে ধন্য মহোৎসবতলা, রাঘব পন্ডিতের পাঠবাড়ী, ঠাকুর শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণের পাদস্পর্শে ধন্য মহোৎসবতলার মণি সেনের ঠাকুরবাড়ী, রবীন্দ্র স্মৃতি ধন্য গোবিন্দহোম ও রাণী রাসমণির নাত বউ গিরিবালা দাসী কর্তৃক গিরিবালা ঠাকুরবাড়ী, পানিহাটি রাসমঞ্চ, ত্রাণনাথ কালীমন্দির, ইসকন, নিতাই গৌর মন্দির, ১২ মন্দির, সুখচর কালীতলা মন্দির, কাঠিয়াবাবা আশ্রম, ভবাপাগলা আশ্রম প্রভৃতি প্রদর্শিত হয়।

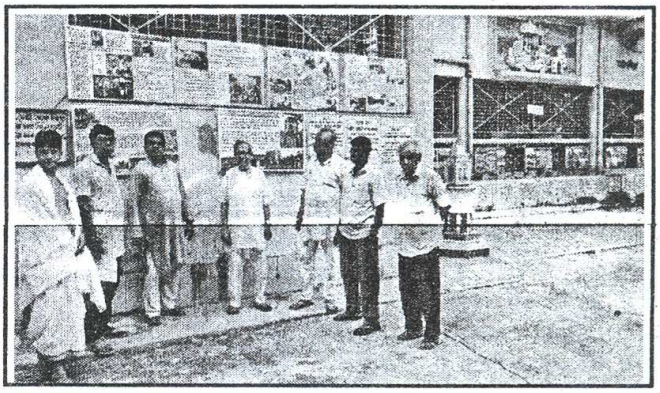

পানিহাটি, সুখচর ও খড়দহের বেশ কিছু ঐতিহ্যমন্ডিত মন্দির, ৩০০ বছরের পুরানো টেরাকোটার শিবমন্দির, দেবালয় ও তৎসংলগ্ন গঙ্গা ঘাটের মনোরম দৃশ্য ও এই প্রদর্শনীতে তুলে ধরা হয়। বহু সাধারণ দর্শক, দূরদূরান্ত থেকে আগত সাধু ও ভক্তমন্ডলী এবং আশ্রম কমিটির সহ-সম্পাদক পরেশ চ্যাটার্জী সহ বিজন কুমার রায়, বীরেন্দ্র নাথ গোস্বামী, শোভন কুমার মিত্র, অরূপ নস্কর, নীলাম্বর পাত্র, অমীয় বাওয়ালী, সুমন রায় ও অন্যান্য সভ্যবৃন্দরা এই প্রদর্শনীটি ঘুরে দেখেন। সাধারণ দর্শকদের মধ্যে অনেকে আবার এমনও মন্তব্য করেন, এই প্রদর্শনী না দেখলে এই স্থানে যে এতজন মহামানবের আগমন ঘটেছিল সেটা যেমন কোনদিন জানা সম্ভব ছিল না তেমনই এখানকার বিভিন্ন ঐতিহ্যমন্ডিত মন্দির, দেবালয় ও ঐতিহাসিক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলি সম্বন্ধেও ধারণা হতো না। উদ্যোক্তাদের এই মহৎ প্রচেষ্টার জন্য তাঁরা সাধুবাদ জানান। এই চিত্রপ্রদর্শনীর আয়োজনে সহায়তা করে সুখচরের DRS Tech সংস্থাটি। পানিহাটি, সুখচর ও খড়দহ অঞ্চলের মোট ৪৫ টি ঘাট, প্রচুর মন্দিরের সমাবেশ ও দু'জন অবতার পুরুষের পদ চিহ্ন পড়ায়, এই স্থানটি কাশীর সমতুল্য বলে অনেকে মনে করেন। বর্তমানে এই পুণ্যভূমির বহু অজানা তথ্য DRS Tech কর্তৃক তাদের ফেসবুক পেজ এর মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা করেছে- facebook page:drstourism.